অসুস্থতার উপর যীশুর ক্ষমতা

(Jesus' Power over Sickness)

লূক ৪ অধ্যায় ৩৮-৪৪ পদ

গত সপ্তাহে আমরা গালীল প্রদেশের কফরনাহূমের একটি সমাজগৃহে যীশুর দ্বারা মন্দ-আত্মাগ্রস্ত একজন ব্যক্তিকে সুস্থ হতে দেখেছি। তার পূর্বে, নাসরতের সমাজগৃহে নিজের বিষয় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যীশু যিশাইয় ৬১:১-২ পদ পাঠ করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, ***"যিনি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করতে, অন্ধদের সুস্থ করতে ও উপদ্রুতদের নিস্তার করতে প্রভুর আত্মায় অভিষিক্ত"*** (লূক ৪:১৮-১৯)। সেই ঘোষণার সত্যতার পক্ষে তিনি একের পর এক সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। গত সপ্তাহে আমরা মন্দ-আত্মার উপরে তাঁর ক্ষমতাকে দেখেছি; আজ লূক ৪:৩৮-৪৪ পদ থেকে আমরা অসুস্থতার উপরে তাঁর ক্ষমতাকে দেখতে চলেছি। এই ঘটনার বর্ণনা আমরা মথি ৮:১৪-১৭ এবং মার্ক ১:২৯-৩৮ পদেও দেখতে পাই।

৩৮ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে তিনি সমাজগৃহ থেকে উঠে শিমোনের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন; তখন শিমোনের শাশুড়ী ভারী জ্বরে পীড়িতা ছিলেন, তাই তারা তার জন্য তাঁকে বিনতি করলেন।"*** অর্থাৎ, কফরনাহূমের সেই সমাজগৃহে মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করার পর, যীশু সরাসরি শিমোনের বাড়ীতে যান। এ হল যীশুর ১২ শিষ্যের মধ্যে প্রধান শিষ্য, যার নাম পরিবর্তন করে যীশু কৈফা (অরামীয়) বা পিতর (গ্রিক), যার অর্থ 'পাথর' দিয়েছিলেন (যোহন ১:৪২)। মার্কের সুসমাচার অনুসারে (মার্ক ১:২৯) এই বাড়ীটি ছিল শিমোন ও তার ভাই আন্দ্রিয়ের। যোহন ১:৪৪ পদানুসারে শিমোন পিতর ও আন্দ্রিয় বৈৎসৈদার অধিবাসী ছিল। ধরা যেতে পারে কোনও কারণে (ব্যবসা বা জীবিকার কারণে) তারা বৈৎসৈদা থেকে কফরনাহূমে তাদের বাসার পরিবর্তন করেছিল। মার্কের বর্ণনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই সময় তাদের সঙ্গে যীশুর অন্য দুইজন শিষ্য, যোহন ও যাকোবও শিমোনের বাড়ীতে প্রবেশ করে। কিছু কিছু মণ্ডলীতে এমন শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যে, যীশুর শিষ্য পিতর ছিল খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর প্রথম পোপ এবং তার কোনও স্ত্রী ছিল না। আর তাই তাকে অনুসরণ করে আপনি যদি যাজক বা ফাদার হিসাবে ঈশ্বরের সেবা করতে চান, তাহলে আপনি বিয়ে করতে পারেন না। কিন্তু তাদের সেই শিক্ষার বিপরীতে আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে পিতরের সেই বাড়ীতে পিতরের শাশুড়ী অসুস্থ ছিল। এখন, প্রশ্ন হল, পিতর যদি বিয়ে না করে থাকে, তাহলে তার শাশুড়ী এল কোথা থেকে। কেউ কেউ আবার বলতে পারেন যে, যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে পিতরের স্ত্রী মারা গিয়েছিল। কিন্তু ১করিন্থীয় ৯:৫ পদে পৌল এমন কথা বলেছে, ***"অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা, এদের ন্যায় কোনও ধর্মভগিনীকে বিবাহ করে সঙ্গে নিয়ে নানা স্থানে যাবার অধিকার কি আমাদের নাই?"*** এর দ্বারা পৌল স্পষ্ট ভাষায় যে কথা বলেছে, তা হল, পিতরের স্ত্রী জীবিত ছিল এবং পিতর যখন বিভিন্ন স্থানে সুসমাচার প্রচার করতে গেছে, তখন সে তার স্ত্রীকেও তার সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আবার প্রথম মণ্ডলীর *(early church)* খ্রীস্টীয় লেখক আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট *(Clement of Alexandria)* এমন কথা লিখেছেন যে, পিতরের স্ত্রী মহিলাদের সেবাকাজে পিতরকে সাহায্য করেছে *(Stomata, iii, 6)*। অর্থাৎ, পিতর যে বিয়ে করেছিল এবং তার যে স্ত্রী ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

হ্যাঁ, পিতরের সেই স্ত্রীর মাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ধরা যেতে পারে, পিতরের শ্বশুড় পূর্বে মারা যাওয়ায় তার শাশুড়ী তাদের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করত। তারা যখন পিতর-আন্দ্রিয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করল, তখন তারা দেখতে পেল যে, পিতরের সেই শাশুড়ী ভারী জ্বরে ভুগছে। পিতরের শাশুড়ীর অসুস্থতার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রশ্ন বা সন্দেহ করতে পারি না, কারণ তার এই অসুস্থতার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা আমরা লূকের কাছ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে পেয়েছি, যে নিজে একজন চিকিৎসক ছিল (কলসীয় ৪:১৪)। পিতর ও আন্দ্রিয় যীশুকে পিতরের শাশুড়ীর সঙ্গে কেবল পরিচয় করিয়ে দেওয়া নয়, তাকে তার অসুস্থতা থেকে সুস্থ করতেও যীশুকে অনুরোধ করল। লূক নিজে চিকিৎসক হওয়ায়, সে জানে এই ধরণের ভারী জ্বর থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য কী করা প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসক লূকের চিকিৎসা-বিদ্যার সমস্ত জ্ঞানকে অতিক্রম করে যীশু সেদিন পিতরের শাশুড়ীকে যেভাবে সুস্থ করলেন, তাতে লূক অবাক হতে বাধ্য হয়েছিল।

৩৯ পদে বলা হয়েছে, *"তখন তিনি তার কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন, তাতে তার জ্বর ছেড়ে গেল; আর সে তৎক্ষণাৎ উঠে তাদের পরিচর্যা করতে লাগল।"* পিতর ও আন্দ্রিয়ের কাছ থেকে সেই অনুরোধ শুনে, যীশু একজন চিকিৎসকের ন্যায় পিতরের শাশুড়ীর কাছে দাঁড়ালেন। যীশু তাকে কীভাবে সুস্থ করলেন, গ্রিক নতুন নিয়মে তার বর্ণনা মাত্র ৬টি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, *"জ্বরকে তিনি ধমক দিলেন, জ্বর ছেড়ে গেল।"* এর থেকে পরিষ্কার যে, যীশুর ক্ষমতা ও মহত্ব দেখে উপস্থিত সকলে এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে, তা বর্ণনা করার কোনও ভাষা তাদের ছিল না। আর সেই সুস্থতা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হয়েছিল: তিনি জ্বরকে আদেশ করলেন, জ্বর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ত্যাগ করল। এখানে জ্বরকে ধমক দেবার কথা বলা হয়েছে, আর এই কারণে, জ্বরকে ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করে, অনেকে এই জ্বর শয়তান বা তার কোনও সাঙ্গপাঙ্গের দ্বারা সাধিত হয়েছিল বলে অনুমান করে থাকেন। কিন্তু সেই অনুমানের কোনও ভিত্তি নেই, পরিবর্তে আমরা যে কথা বলতে পারি, তা হল, অসুস্থতার উপরও খ্রীস্টের ক্ষমতা এত মহৎ ছিল যে, তাঁর আদেশে তৎক্ষণাৎ পিতরের শাশুড়ী সুস্থ হয়েছিল।

যীশুর মহান ক্ষমতায় পিতরের শাশুড়ী যে **সুস্থতা** লাভ করেছিল, তা যে কেবল **তৎক্ষণাৎ** ঘটেছিল, তা নয়; তা আবার **সম্পূর্ণ মাত্রায়** ঘটেছিল। পিতরের শাশুড়ী যীশুর ক্ষমতায় অসুস্থতা থেকে সুস্থ হলেও, তখনও যে তার মধ্যে দূর্বলতা ছিল, তা নয়। তার অসুস্থতার সমস্ত লক্ষণ (গরম কপাল, ঘাম, গলা শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, ইত্যাদি) দূর হয়ে গেছে। কেবল তার জ্বর কমে যাওয়া নয়, সে আবার নতুন শক্তি লাভ করেছে। ফলস্বরূপ, সে নিজে উঠে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের অতিথিসেবা কাজে হাত লাগিয়েছে। এখানে যদিও পিতরের স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, আমরা তার উপস্থিতির কথাও চিন্তা করতে পারি, যে-ও তার মায়ের সঙ্গে সেদিন অতিথিসেবা করেছিল। তার কথা এখানে উল্লেখ না করার সম্ভাব্য কারণ হল, পিতরের অসুস্থ শাশুড়ীর সুস্থকরণই এখানে মুখ্য বিষয়।

৪০ পদে বলা হয়েছে, *"পরে সূর্য অস্ত যাবার সময়ে, নানা রোগে রোগী যাদের ছিল, তারা সকলে তাদেরকে তাঁর কাছে আনল; আর তিনি প্রত্যেক জনের উপরে হস্তর্পণ করে তাদেরকে সুস্থ করলেন। আর অনেক লোক থেকে ভূতও বের হল, তারা চীৎকার করে বলল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি ধমক দিয়ে তাদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীস্ট।"* কফরনাহূমের সমাজগৃহে মন্দ-আত্মাগ্রস্তকে সুস্থ করার কথা (৩১-৩৭ পদ) এবং পিতরের শাশুড়ীর ভারী জ্বর থেকে সুস্থ করার কথা (৩৮-৩৯ পদ) খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই কথা শুনে সেই অঞ্চলের সমস্ত লোক তাদের অসুস্থদের তাঁর কাছে এনে সুস্থ হতে ইচ্ছা করল। কিন্তু দিনটি ছিল বিশ্রামবার, তাই বিশ্রামবার শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। ইহুদিদের দিনের শুরু ও শেষ সূর্যাস্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই, সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের রোগীদের যীশুর কাছে নিয়ে আসল। সেদিন পিতরের ঘরে যীশুর কাছে কত রোগীকে আনা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্ক এমন কথা লিখেছে, *"নগরের সমস্ত লোক (পিতরের গৃহের) দ্বারে একত্র হল"* (মার্ক ১:৩৩)। আবার কেবল জ্বরে আক্রান্ত রোগীরা নয়, কিন্তু *"নানা প্রকার রোগে পীড়িত অনেক লোককে সুস্থ করলেন"* (মার্ক ১:৩৪)। চিকিৎসক লূক তার নিজের উপলব্ধি থেকে এই ঘটনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছে, রোগীদের একজন একজন করে খ্রীস্টের কাছে আনা হয়েছে, খ্রীস্ট একজন একজন করে তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, একজন একজন করে তাদের প্রত্যেকের উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করেছেন, ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের প্রত্যেককে সুস্থ করেছেন।

কিন্তু কেবল শারীরিক রোগীদের নয়, সেদিন তিনি অনেক ভূতগ্রস্তকেও সুস্থ করলেন। লূকের বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, তিনি যখন অনেকের মধ্য থেকে ভূতদের বের করেছিলেন, তখন সেই সমস্ত ভূত চীৎকার করে স্বীকার করেছিল যে যীশুই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। আমরা কফরনাহূমের সমাজগৃহের ঘটনাকে এখানে স্মরণ করতে পারি (৩৪ পদ)। কিন্তু যীশু সেই সমস্ত ভূতের স্বীকারোক্তিতে আমল দেননি। তাদের উৎসাহিত করার পরিবর্তে, তিনি তাদের চুপ থাকতে ধমক দিয়েছেন। এর কারণ কী হতে পারে? (১) মন্দ-আত্মারা জানত যে যীশু মশীহ। কিন্তু সাধারণ লোকরাও যদি তা বিশ্বাস করত, তাহলে তারা তাঁকে তাদের রাজা করতে চাইত (যেমন যোহন ৬:১৫ পদে ঘটেছিল)। যীশু অবশ্যই তা ইচ্ছা করেননি। (২) যীশুই যে মশীহ, এই কথা যদি সকলে বিশ্বাস করতে শুরু করত, তাহলে, যীশুর শত্রুরা আরও চটে যেত, এবং তার ফলস্বরূপ হয়ত একটি অপরিপক্ক সংকট তৈরী হত। এ কথা যদিও সত্য যে, তিনি মরবার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই কাজের জন্য পিতা ঈশ্বর যে সময়কে নির্ধারিত করেছেন, তাঁকে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। (৩) পুনরুত্থানের দ্বারাই তিনি মশীহ হিসাবে চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ করবেন, এখন রোগীদের বা ভূতগ্রস্তদের সুস্থ করার দ্বারা নয়।

পরবর্তী পদগুলিতে (৪২-৪৪ পদ) আমরা দেখতে পাই যে, কেবল কফরনাহূমের মধ্যে তিনি তাঁর পরিচর্যাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, তিনি অন্যান্য নগরেও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার ইচ্ছার কথা বলেছেন। কেবল তাদের মধ্যে থাকতে, তারা তাঁকে যে অনুরোধ করেছিল, যীশু তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশু কী করবেন বা কোথায় যাবেন, তা সাধারণ মানুষ, এমনকী তাঁর শিষ্যদের দ্বারা নির্ধারিত হবে না। তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে জগতে এসেছেন, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তিনি কাজ করবেন (যোহন ৪:৩৪; ১০:১৭-১৮)। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে আর কখনও কফরনাহূমে আসেননি। সত্য হল, তিনি আবার কফরনাহূমে ফিরে আসবেন, এই কফরনাহূমই তাঁর পার্থিব পরিচর্যার প্রধান বা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পরিণত হবে। কিন্তু তিনি কেবল একটি নগরের মধ্যে তাঁর পরিচর্যাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তাই, তিনি এমন কথা বলেছেন, ***"অন্যান্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে; কারণ আমি সেই জন্যই প্রেরিত হয়েছি*** (৪৩ পদ)। আর তাই তিনি যিহূদিয়াতে, অর্থাৎ যেখানে যিহূদিদের বসবাস, তথা গালীলের বিভিন্ন সমাজগৃহে প্রচার করতে লাগলেন (৪৪ পদ)।

আজ যখন আমরা যীশুকে এইভাবে শারীরিক অসুস্থতা থেকে রোগীদের সুস্থ করতে দেখতে পাচ্ছি, তখন একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি হল: আজও কি আমরা আমাদের বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হবার জন্য যীশুর কাছে দাবি করতে পারি? আমরা কি ওষুধের ব্যবহার না করে, তাঁর অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সুস্থতা দাবি করতে পারি? এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ***"যীশু খ্রীস্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন"*** (ইব্রীয় ১৩:৮)। তিনি আজও একইভাবে আমাদের শরীর, মন ও আত্মার সর্বশক্তিমান ও করুণাময় চিকিৎসক; এবং তিনি যেখানে ইচ্ছা করেন, সেখানে ওষুধের বিনা ব্যবহারে আমাদের সুস্থও করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদের এ-ও শিক্ষা দেয় যে, আমাদের রোগ থেকে সুস্থতা সর্বদা তাঁর ইচ্ছা না-ও হতে পারে। তিনি তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে, সুস্থ করা পরিবর্তে, তাঁর বিশ্বস্ত অনুসরণকারীদের অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে অনুমতি দিতে পারেন, কখনও কখনও সেই রোগ মৃত্যু পর্যন্ত আনতে পারে (যোহন ১১ অধ্যায়ে লাসার, ২করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পৌল)। কিন্তু সুস্থ না হওয়ায় বা মৃত্যু হওয়ার কারণে কি বিশ্বাসীর সমস্ত আশা ধ্বংস হয়? কখনও নয়, বিশ্বাসী ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে আস্থা রাখে; আর তাই সে পৌলের ন্যায় এমন সাক্ষ্য দেয়, ***"আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবি বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি উর্ধ্ব স্থান, কি নিম্ন স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোনও সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীস্ট যীশুতে অবস্থিত***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের পৃথক করতে পারবে না'' (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)। তাই, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রত্যেক রোগ সুস্থ করতে তাঁর কাছে দাবি করার অধিকার আমাদের কারুর নেই। পরিবর্তে, তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে আমাদের সমস্ত বিষয় (রোগ-যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অভাব, প্রভৃতি) আমরা সমর্পণ করব এবং জানব যে *''যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সমস্ত বিষয় মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে''* (রোমীয় ৮:২৮)। অন্যদিকে, ঈশ্বরের বাক্য এ-ও পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের সাধারণ পদ্ধতি হল প্রার্থনা সহকারে ওষুধের ব্যবহার (যা হল, ঈশ্বরের করুণার উপহার), যেন ঈশ্বর তাঁর আপন ইচ্ছানুসারে তিনি যেখানে চান, সেখানে সুস্থতা দেন।

যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে তিনি যে সমস্ত আরোগ্যদানের কাজ করেছেন, তাদের দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান: (১) তাদের দ্বারা পাপে জর্জরিত মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রেম ও করুণা প্রকাশিত হয়েছে, (২) তিনিই যে প্রকৃত মশীহ, যিনি মানুষের আত্মা ও শরীরকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার পক্ষে প্রমাণ। একইভাবে, প্রেরিতশিষ্যরা যখন অসুস্থদের সুস্থ করেছে, তখন তার দ্বারা তাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং মণ্ডলীর স্থাপক হিসাবে তাদের দাবির পক্ষে তা সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই, আজ আমাদের মধ্যে কেউই আমাদের প্রভুর মতো কিংবা প্রেরিতশিষ্যদের ন্যায় একই দাবি করতে পারি না। **কিন্তু সমস্ত ধরণের অসুস্ততার জন্য আমরা অবশ্যই প্রার্থনার মাধ্যমে নম্রভাবে বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কামনা করব**। আর তাঁর ইচ্ছানুসারে, অনেক ক্ষেত্রে, তিনি ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ করতে পারেন; আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ওষুধের বিনা ব্যবহারেও তিনি সুস্থ করতে পারেন। কিন্তু তা কীভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে আমরা কখনও ঈশ্বরকে নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারি না।

সমস্ত বিশ্বাসীর জন্য শরীর ও আত্মার যে নিখুঁত আরোগ্য যীশু খ্রীস্ট তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কাজ ও পুনরুত্থানের দ্বারা অর্জন করেছেন, তা কেবল তাঁর দ্বিতীয় আগমনে আমাদের অধিকার হবে; তখন বিশ্বাসী আমরা আমাদের পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত দেহে তাঁর সঙ্গে বাস করব ও রাজত্ব করব। সেই দিনের পূর্বে কোনও বিশ্বাসীর এমন অধিকার নেই যে, সে নিখুঁত আরোগ্য দাবি করতে পারে; যেমন সে পার্থিব রোগব্যধি বা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবার দাবি করতে পারে না। পরিবর্তে, বিশ্বাসী আমরা সেই দিনের দৃঢ় নিশ্চয়তায় জীবন যাপন করি, যেদিন আমরা সেই নতুন পৃথিবীতে আত্মায় ও শরীরে পূর্ণ পরিত্রাণের আশীর্বাদ ভোগ করব। খ্রীস্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে যেমন নিখুঁত ও সর্বশক্তিমান চিকিৎসক হিসাবে মানুষদের আশীর্বাদ করেছেন, সেদিন তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি সেই আশীর্বাদ পূর্ণ মাত্রায় দান করবেন। সেই দিনের পূর্বে আমাদের দায়িত্ব তিনি যে শরীর আমাদের দিয়েছেন, তাকে সুস্থ-সবল রাখতে আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করা; এবং যখন কেউ আমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়, তখন বিশ্বাস সহকারে তার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আরোগ্যদানের প্রার্থনা করা, যিনি সর্বদা তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রেমে আমাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকেন।

এই জন্য আমরা যখন কারুর উপর হাত রেখে কিংবা কারুর হাত ধরে প্রার্থনা করি, তখন তার অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক বা অতিআধ্যাত্মিক কাজ সাধিত হয়। কিন্তু এর দ্বারা আমরা তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা, স্নেহ, আশীর্বাদ, উৎসাহ বা সাহায্য প্রকাশ করে থাকি। আমরা যখন এইভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তখন তার দ্বারা তারা উপলব্ধি করে যে, আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন। যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বা একাকী মনে করে, তাদের হাত ধরে প্রার্থনা করলে, তারা সাহস পায়, উৎসাহিত হয়। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, তা হল, আমরা প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই সুস্থ করেন। তাই, আমাদের প্রার্থনা সুস্থতার গ্যারান্টি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আমাদের নিঃশর্ত সমর্পণ। তাই, আমরা যীশুকে অনুসরণ করে এমন প্রার্থনা করি, *''আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক''* (লূক ২২:৪২)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com